রোগ-যন্ত্রণায় আত্মহত্যা বৃদ্ধের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম হরিমোহন বাগ (৭৬)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর গ্রামে। তিনি পেশায় চাষী ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৫দিন আগে হরিমোহনবাবুর ডান পা ভেঙে যায়। ২৫ জুন সকালবেলা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের পায়ের ব্যান্ডেজ খুলে সেই কাপড় দিয়ে গলায় দড়ি দেন। বাড়িতে থাকা ছেলেরা বুঝতে পেরে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে তিন মেয়ে আছে।

নতুন বাড়ির ছাদ ঢালাই, তার আগেই আত্মহত্যা গৃহকর্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ চলছিল নতুন বাড়ির কাজ। মঙ্গলবারই ছিল ছাদ ঢালাই। তার আগে এদিন ভোরেই গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম নিতাই মণ্ডল (৪০)।

বাড়ি খানাকুলের মহিষগোটে। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই মেয়ে আছে। একজন নবম ও একজন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। দুশ্চিন্তা করছিলেন কিভাবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাবেন। এর পরেই এদিন ভোরে বাড়ির পাশে একটি পেয়ারা গাছে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নর্দমায় শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার দুপুরে হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের ২৪ ও ২৫নং ওয়ার্ডের রাধানাথ সিকদার রোডের একটি নালার পাশে একটি শিশুর মৃতদেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের চন্দননগর থানার পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ওই মৃত শিশুটির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিভাবে দেহটি এখানে এলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘বিয়ে নয়, পড়াশোনা করতে চাই’ আত্মহত্যার চেষ্টা নাবালিকার

জীবন মণ্ডল, তারকেশ্বর ঃ পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল নাবালিকা ছাত্রীর। পরিবার থেকে জোর করে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আর সেই অভিমানেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই ছাত্রী। বর্তমানে গুরুতর অবস্থায় ছাত্রীটি হুগলির তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। বাড়ি পুরশুড়া থানার ডিহিশাতপুর মালিক পাড়ায়। পুরশুড়ার দেউলপাড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সে। পিতৃহীন ছাত্রীটির মা কর্মবয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি বলে জানা গেছে। কিন্তু ছাত্রীটির কাকাদের চাপে বিয়ে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন তিনি। মঙ্গলবার সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়িতে থাকা চাষের কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক খেয়ে স্কুলে চলে যায় সে। স্কুলে ঢোকার আগেই স্কুলের গেটের বাইরে ১১টা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রীটি। স্থানীয় মানুষ ও স্কুলের বাদ্ধবীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ছাত্রী জানায়, ‘আমি এখন পড়তে চাই, বিয়ে করতে চাই না। কিন্তু বাড়িতে কাকাদের চাপে মাঠ সম্মতি দেয় বিয়েতে। উপায় না দেখে আমি আজ বিষ খেয়েছি। কিন্তু আমি পড়তে চাই।’ কন্যা সন্তানের শিক্ষা এবং তাদের সঠিক বয়সে বিবাহের জন্য রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প যখন রয়েছে তারপরেও পরিবারের পক্ষ থেকে এধরনের আচরণে নিন্দার ঝড় উঠেছে সমস্ত মহলে।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ ‘কন্যাশ্রী’, ‘রূপশ্রী’ প্রকল্পের পরেও নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে বন্ধ হওয়ার কোনও প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে না। বারে বারেই ঘটছে নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। সোমবার রাতেও এরকমই একটি ঘটনা দেখা গেল হুগলির খানাকুলের সারদা গ্রামে। জানা গেছে, গৌতম হাইতের মেয়ে সুমনা হাইতের এদিন বিয়ের দিন ছিল। সুমনার বাবা গৌতম পাশের গৌরাঙ্গচকের সাগর দুলাই-এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু সুমনা এখন নবম শ্রেণিতে পড়ে। তাই এদিন এলাকার মানুষই খানাকুল ১নং ব্লক প্রশাসনে অল্প বয়সে তার বিয়ে দেওয়ার খবর পৌঁছে দেন। এরপর খবর পেয়ে এদিন রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ। সঙ্গে ছিলেন খানাকুল ওসি সুব্রত দাস ও খানাকুল ১নং বিডিও অমর বিশ্বাস। বৃষ্টির মধ্যেও তাঁরা যখন এদিন সুমনার বাড়িতে পৌঁছান তখন নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বরও এসে গেছে। শুধুমাত্র বিয়ের কাজই বাকি। কিন্তু বিডিও এবং ওসি পরিস্থিতি ভাষায় তাঁদের জানিয়ে দেন এই বিয়ে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

কারণ সুমনা সাবালিকা নয়। অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার অসুবিধা নিয়ে তারা সুমনা ও সাগরের পরিবারকে বোঝান। এরপর দুই পরিবারের লোকেরা বিয়ে বন্ধ রাখতে রাজি হন। কথা দেন, ১৮ বছর বয়স হলে তবেই মেয়ের বিয়ে হবে।

চুঁচুড়ায় জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ হুগলির চুঁচুড়ায় জোড়া খুনের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল তাপস ওঁরাও এবং সুরজিৎ পালহি। ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় জড়িত বাকিরা এখনও পলাতক বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত শনিবার রাতে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত প্রগতিনগরে মদের আসরে নিজেদের মধ্যে বচসার জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে ও গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় প্রদীপ দত্তিদার ও মহম্মদ নজরুলউদ্দিন নামে দু'জনের। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রগতিনগরের রাস্তার ধারে হনুমান মন্দিরের পাশে একটি ক্লাবে মদের আসর বসেছিল। সেখানে ৬-৭জন মিলে মদ্যপানের পাশাপাশি তাস খেলতে খেলতে টিভিতে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখছিল। সেই সময় ওই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন প্রদীপ। তখন তাঁর সঙ্গেও বচসা বাধে নজরুলের। এই গোলমালের জেরে নজরুল পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে প্রদীপকে দুটি গুলি করে। এরপর নজরুল ক্লাব থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে গেলে ক্লাবে থাকা অন্যান্য সঙ্গীরা এবং এলাকার কিছু মানুষ তাকে ধরে ফেলে। তারপর সেখানে পড়ে থাকা ভ্যালা কাঠ দিয়ে পেটাতে থাকে। মারের ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নজরুলের। এরপর চুঁচুড়া থানায় খবর দেওয়ার পাশাপাশি প্রদীপকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কি কারণে তাদের মধ্যে বচসা বেধেছিল তা এখনও জানা যায়নি। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে এও জানা গেছে, গণপ্রহারে মৃত প্রদীপ ও মহম্মদ নজরুল দুজনের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ আছে বলে জানা গেছে। মহম্মদ নজরুলের বিরুদ্ধে চারটি খুনের মামলা রয়েছে। অন্যদিকে প্রদীপের বিরুদ্ধেও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে নজরুল জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও এলাকায় তোলাবাজী ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ চালাচ্ছিল বলে জানা গেছে। প্রদীপের এক আত্মীয় জানান, প্রদীপ শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এরপর সে শেষ ট্রেনে ফিরছিল। রাত ১২টা নাগাদ শেষবার ফোন করে তার এক ভাইকে জানায় বাড়ি ফিরতে রাত হবে। জানা গেছে, প্রদীপ বর্তমানে একটি ফিনান্স কোম্পানিতে চাকরি করলেও এর আগে একটি ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় প্রতারণার মামলায় জড়িয়ে পড়ে। সেই মামলা এখনও চলছে বলে জানা গেছে। এদিকে এলাকায় জোড়া খুনের ঘটনায় মঙ্গলবারও আতঙ্ক রয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

টাকা নিয়ে কলেজে ভর্তি বন্ধ করতে পুলিশি উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কলেজে যেন টাকা দিয়ে কোনও ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি হতে না হয়। এবিষয়ে পুলিশকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সেই ছবি ধরা পড়ল হুগলির আরামবাগ মহকুমার কলেজগুলিতে। এদিন আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে দেখা গেল আরামবাগ থানার পুলিশের উদ্যোগে কলেজের সামনে ব্যানার ও ফ্লেক্স লাগাতে। সেখানে পরিষ্কার ভাষায় নির্দেশ দেওয়া আছে ভর্তির জন্য কেউ টাকা দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকরা যেন পুলিশকে জানান। তাই ওই ব্যানার ও ফ্লেক্সে আরামবাগ থানা ও হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের নম্বর এবং ই-মেল দেওয়া আছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদি অভিযোগকারীরা তাদের পরিচয় গোপন রাখতে চান তাও রাখা হবে। এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায় বলেন, আমরা চাই ছাত্র ভর্তিতে স্বচ্ছতা আসুক। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে এদিন মহকুমা কলেজগুলিতে ফ্লেক্স ও ব্যানার লাগানো হয়েছে। এছাড়াও সাদা পোষাকে পুলিশের মাধ্যমে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, কোনও ছাত্রছাত্রী যেন টাকা দিয়ে ভর্তি না হন। কেউ টাকা দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশকে জানানো হয়।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে হুগলির তারকেশ্বর থানা এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় তারকেশ্বর থানা, জি আর পি, অগ্নি নির্বাপন দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং তারকেশ্বর পুরসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পৌরসভার ভগ্নং সিং সভাকক্ষে এই আলোচনায় সুষ্ঠুভাবে মেলা সম্পূর্ণ করার উপর প্রত্যেক বক্তা জোর দেন। যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়। মেলা চলাকালীন অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করার বিষয়টিও আলোচনায় ওঠে। মেলা উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার পুলিশকর্মী সদা সতর্ক থাকবেন বলে জানা গেছে। প্রায় ১০০টি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এছাড়াও সাদা পোষাকের পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দুধপুকুর এলাকায় বিশেষ বোর্ড বসানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে রাজবাড়ি, স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ক্যাম্প খোলা হবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপরও। তারকেশ্বর থানার ওসি অমিত মিত্র মেলা উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার আয়োজন করায় সকলেই তাঁর প্রশংসা করেন।

কলেজে ভর্তিতে টাকা নিলে কড়া পুলিশি ব্যবস্থার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল কলেজে ভর্তির জন্য কেউ টাকা চাইলে তার বিরুদ্ধে কড়া পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত তৎপর হল হুগলি পুলিশ। তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ ও চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সতর্ক করার পাশাপাশি লিফলেট বিলি করলেন তারকেশ্বর থানার পুলিশ। ভর্তি করে দেবে বলে কেউ টাকা চাইলে বা ভর্তির প্রতিশ্রুতি দিলে তার সম্বন্ধে ফোন করে বা ইমেলে জানাতে বলা হয় সকলকে। সে ক্ষেত্রে যিনি ফোন করে খবর দেবেন তাঁর নাম গোপন থাকবে। এই মর্মে লিখিত পোস্টার কলেজের দেওয়ালে লাগিয়ে দেয় পুলিশ। কলেজে ভর্তির নামে তোলাবাজি বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা। সতর্ক করা পোস্টার কলেজের দেওয়ালে লাগিয়ে দেয় পুলিশ। কলেজে ভর্তির নামে তোলাবাজি বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা। সতর্ক করা হয়েছে কলেজের ইউনিয়নগুলিকে। তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপাল অমলেন্দু হাটী জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে। আমরাও সজাগ দৃষ্টি রাখছি ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের যেন কোনওরকম অসুবিধা না হয়। অভিযোগ পেলেই আমরা তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানাব। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে মুন্সি ইমরান জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে মাথায় রেখে আমরা ছাত্র রাজনীতি করি। আমাদের কলেজে এখন পর্যন্ত কোনও ভিন ছাত্র ভর্তি নিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠেনি। কেউ যদি এধরনের কোনও সমস্যায় পড়ে অবশ্যই আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ করব। আমরা প্রশাসনকে জানিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাব।

চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের সভায় তরুণ গগৈ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মঙ্গলবার হুগলির চুঁচুড়ায় আসেন। হুগলি জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই সফর বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার পিপুলপাতিতে আয়োজিত এক কর্মীসভায় তরুণবাবুর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলার ব্লক স্তরের নেতারা এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে দলীয় কর্মীদের দাবিদাওয়া শোনা হয়। ওইসব কর্মীরা কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার উপর ক্ষোভ উগরে দেন। সকলেরই বক্তব্য, বিগত চার বছর ধরে জেলায় কংগ্রেসের কোনও সভাপতি নেই। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মীরা আক্রান্ত হলেও আদুল মান্নানকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন কর্মীরা। সভার মূল উদ্যোক্তা প্রীতম ঘোষকে এধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় মান্নান সাহেবের অনুপস্থিতি হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,ওনাকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেন উপস্থিত হলেন না তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

গোঘাট ১নং ব্লকে বন্যা নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির জেলার গোঘাট ১নং ব্লকের সভাকক্ষে বন্যা নিয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হল। বর্ষায় প্রায় প্রতিবছরই গোঘাটের বালি দেওয়ানগঞ্জ, শাওড়া, নকুণ্ডা, গোলপাতা, কুলিয়া, দামোদরপুর ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রাম বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। কিভাবে সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া যাবে, মানুষ এবং পশুপাখিকে উদ্ধার করা যাবে তা নিয়ে এদিন আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি মৃণালকান্তি আলু, সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল, বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক শ্যামচরণ দাস, গোঘাট থানার এস আই অতীশ দাস, ফায়ার অফিসার শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, স্কুল পরিদর্শক শুভেন্দু কুণ্ডু, সি ডি পি ও দীপ্তি বিশ্বাস ছাড়াও নকুণ্ডা, শাওড়া, বালি পঞ্চায়েতের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বালি অঞ্চল। এখানে নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে সবচেয়ে বেশি মানুষ বিপদে পড়েন। এই অঞ্চলের বিদায়ী প্রধান প্রশান্ত বাগ বলেন, ১৫ হাজার বালির বস্তা তৈরি রাখতে হবে। ত্রিপলের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি মৃণালকান্তি আলু বলেন, ১৫ হাজার প্যাকেট চাল, জলের পাউচ, চিঁড়ে, গুড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন মুদিখানা দোকান থেকে তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। মেডিকেল টিমকেও সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

টাকা নিয়ে ভর্তির প্রস্তাব, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ টাকা নিয়ে কলেজে ভর্তি করে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে এরকম অভিযোগে দুই যুবককে আটক করল হুগলির উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে। মঙ্গলবার সঞ্জু সিং ও শুভ অধিকারী নামে দুই যুবককে কলেজেরই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্ররা হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সঞ্জু কলেজেরই তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। শুভ নামে আর এক যুবক বহিরাগত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কলেজে ভর্তির নামে যেসব ছাত্ররা দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার পরই কলেজের ছাত্র সংসদগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। জানা যায়, উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে বি.কম প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য দুই ছাত্র আবেদন করেছিল। ওই দুই ছাত্রের সাথে বারুইপাড়ার সঞ্জু সিং ও বেগমপুরের শুভ অধিকারীর থেকেই যোগাযোগ হয়। অভিযোগ, কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নাম করে অভিযুক্তরা ওই দুই ছাত্রের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা চায়। ওই দুই ছাত্র বিষয়টি কলেজের ছাত্র সংসদকে জানায়। এরপরই মঙ্গলবার শুভ ও সঞ্জু কলেজে এলে ছাত্র সংসদের ছেলেরা তাদের উত্তরপাড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল জানান, অভিযুক্তদের একজনের টেলিফোন নাম্বার ঘেঁটে প্রাথমিকভাবে অনুমান, সে আর এস এস এর সক্রিয় সদস্য। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে টাকা নিয়ে ভর্তি করার ক্ষেত্রে বিজেপির হাত আছে।

কলেজ ক্যান্টিনে ছাত্রদের অভব্য আচরণ, তালা প্রিন্সিপ্যালের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ কলেজের ক্যান্টিন ঘরে ছাত্রদের অভব্য আচরণে তালা দিয়ে দিলেন প্রিন্সিপ্যাল। ঘরটিতে তালা দিয়ে দেওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ঘটনাটি ঘটে হুগলির তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজে। প্রিন্সিপ্যাল অমলেন্দুনাথ হাটি জানান, আমরা স্বাস্থের গোষ্ঠীদের দিয়ে ক্যান্টিনটি চালাবো। ছাত্রদের কিছু খারাপ ব্যবহারের জন্য ক্যান্টিনটি খারাপভাবে ব্যবহার করার জন্য তালা দিয়ে দিতে আমরা বাধ্য হই। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে জোর পূর্বক প্রিন্সিপ্যাল ছাত্রীদের সঙ্গে এধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পড়াশোনা না করে আড্ডা মারার জায়গা হওয়াতেই তালা দিতে বাধ্য হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় কলেজ চত্বরে উত্তেজনা দেখা দেয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

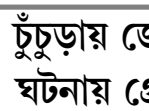

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।